ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে গতি লঙ্ঘনে ছাড় নেই, ভিডিও ক্যামেরাতেই মামলা

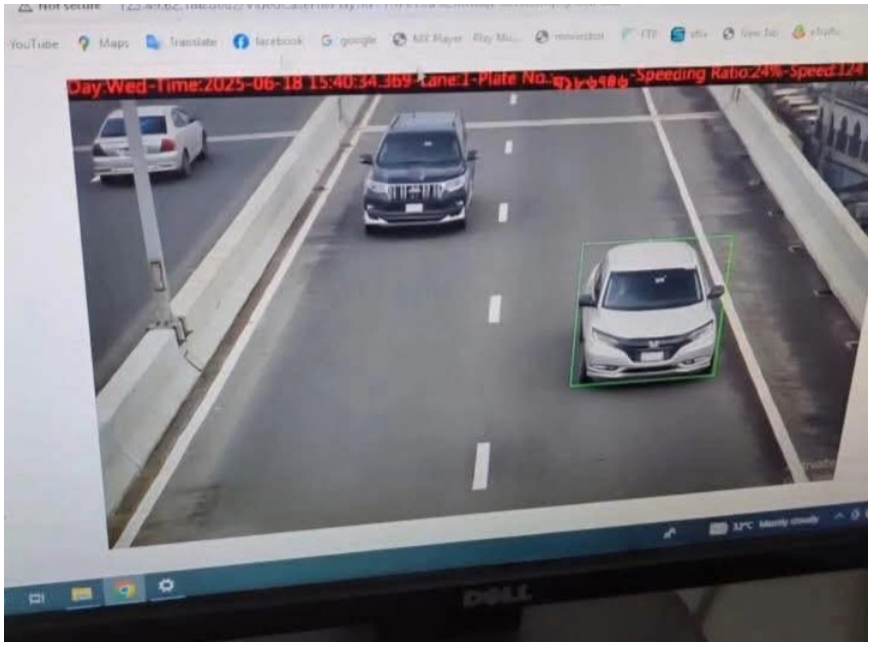

সংগৃহীত ছবি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে চালু হয়েছে আধুনিক ভিডিও নজরদারি প্রযুক্তি। চালকদের অসতর্কতা ও আইন ভঙ্গের ঘটনা কমাতে এখন থেকে এক্সপ্রেসওয়ের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বসানো হয়েছে হাই-রেজুলিউশন ক্যামেরা। এই ক্যামেরাগুলো গাড়ির গতি ও আচরণ রিয়েলটাইমে পর্যবেক্ষণ করে এবং আইন লঙ্ঘন করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মামলা দায়ের হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা, যা ভবিষ্যতে ৮০ কিলোমিটারে উন্নীত করার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে এরই মধ্যে অনেক চালক গতি সীমা না মেনে চলছেন, কেউ কেউ আবার ক্যামেরার সামনে গতি কমিয়ে পরে আবার বাড়িয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তির কারণে এমন প্রতারণা ধরা পড়ছে সহজেই। একাধিকবার আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে সেই গাড়িকে কালো তালিকাভুক্ত করে কার্যকর করা হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের স্পিড ক্যামেরা মামলা।ড্রাইভারের বাসায় চলে যাচ্ছে মামলার কপি।এরকম অনেক এ জরিমানা দিয়েছেন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে।

এই প্রযুক্তি চালুর ফলে মামলা পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে। কোনো ট্রাফিক কর্মকর্তার উপস্থিতির প্রয়োজন না হলেও ক্যামেরার ফুটেজই হবে দৃশ্যমান প্রমাণ। ফলে পক্ষপাতিত্ব বা ঘুষের সুযোগ থাকছে না। রাজধানীর যানজটপ্রবণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এটি হতে পারে একটি কার্যকর উদাহরণ।

এদিকে, অনেক চালক অভিযোগ করছেন, ৬০ কিলোমিটার গতিসীমা তাদের জন্য বাস্তবসম্মত নয়। তাদের দাবি, এক্সপ্রেসওয়ে যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন, তাই গতি সীমা কিছুটা বাড়ানো উচিত। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু গতি নয়, চালকদের সচেতনতা বাড়ানো এখন সবচেয়ে জরুরি। প্রযুক্তি যতই আধুনিক হোক, মানবিক শৃঙ্খলা ছাড়া এর পুরো সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, প্রযুক্তিভিত্তিক এ ব্যবস্থা শুধু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণই নয়, রাজধানীর সড়ক নিরাপত্তায়ও বড় ভূমিকা রাখবে। আইন প্রয়োগে শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং দ্রুততা নিশ্চিত করে এই মডেল ভবিষ্যতের স্মার্ট নগর ব্যবস্থার পথে এক সাহসী পদক্ষেপ।